তারিখ 08 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

প্রথম আলো

কবে পাব একটি ফিজিওথেরাপি কলেজ?

বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস

মশিউল আলম

পায়ের সমস্যার কারণে আমার ৭৭ বছর বয়সী মায়ের যখন হাঁটাচলা বন্ধ হওয়ার উপক্রম, তখন নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আবিষ্কৃত হলো, তাঁর সমস্যা আসলে পায়ে নয়, মেরুদণ্ডে। একাধিক চিকিৎসক বললেন, সমস্যাটির সম্পূর্ণ সমাধান নেই, কারণ তাঁর বয়স বেশি। তবে নিয়মিত ওষুধ সেবনের মাধ্যমে তাঁর কিছুটা ভালো থাকার উপায় আছে।

ওষুধ সেবন কিছুদিন চলল, কিন্তু মায়ের অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হলো না। বরং একদিন একটি পা হঠাৎ অবশ হয়ে তিনি পড়ে গেলেন এবং তাঁর একটি হাত ভেঙে গেল। সেই ভাঙা হাতের চিকিৎসা চলল প্রায় দুই মাস এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁর পায়ের আরও অবনতি ঘটল। তাঁকে আবার চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হলো, এবার একজন নিউরোসার্জন তাঁর মেরুদণ্ডের এমআরআই রিপোর্ট দেখে বললেন, মেরুদণ্ডে অস্ত্রোপচার করা হলে মা অনেকখানি সেরে উঠবেন। ৭৭ বছর বয়সে মেরুদণ্ডে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ শুনে মা ভয় পেয়ে বললেন, 'অপারেশনের দরকার নাই।'

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রধান প্রবণতা ওষুধের সাহায্যে ও অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রোগ সারানোর চেষ্টা করা। 'এমবিবিএস' কথাটির মানে হলো 'ব্যাচেলর অব মেডিসিন ব্যাচেলর অব সার্জারি'। আমার বৃদ্ধ মায়ের জন্য এই চিকিৎসাবিজ্ঞান যখন আর বিশেষ কিছু করতে পারছে না, তখন তাঁর মনে হলো যে তাঁর ছেলেরা ভ্রূবহেলাবশত তাঁকে দেশের সেরা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাচ্ছে না।

এ রকম সংকটময় মুহূর্তে এক সহকর্মী আমাকে একজন চিকিৎসকের খোঁজ দিলেন, যিনি অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিজিওথেরাপিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে এসেছেন। আমি আমার মাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। মা এখন ভালো আছেন; ইতিমধ্যে তাঁর বয়স আরও দেড় বছর বেড়েছে। তবু তিনি হাঁটাচলার ক্ষমতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেননি, যদিও এক চিকিৎসক আমাকে বলেছিলেন, একটা সময় আসবে যখন মা হাঁটাচলার ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলতে পারেন।

এই কাহিনি লম্বা। সেটা বলার জন্য এই লেখা লিখছি না। লিখছি এ জন্য যে আজ বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস এবং বাংলাদেশে ফিজিওথেরাপি সম্পর্কে জানাশোনার বিরাট ঘাটতি আছে। চিকিৎসক সম্প্রদায়ের একটি অংশ ফিজিওথেরাপির বিশেষজ্ঞদেরও চিকিৎসক বলে মানতে নারাজ। কিন্তু আসলে মেডিকেল সায়েন্সের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হিসেবে ফিজিওথেরাপি এখন ইউরোপ-আমেরিকার উন্নত দেশগুলোতে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ফিজিওথেরাপি এমন এক বিদ্যা বা সায়েন্স, যার প্রধান প্রবণতা শারীরিক ক্রিয়াকর্ম বা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আর ব্যায়ামের মাধ্যমে অনেক রোগ সারানোর চেষ্টা করা এবং সুস্থ ও সচল জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে দেওয়া। ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ও ফিজিক্যাল এক্সারসাইজকে সব বয়সের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলার কাজে সহযোগিতা করতে পারেন একজন ফিজিওথেরাপিস্ট।

এক দিক থেকে বাংলাদেশসহ পুঁজিবাদী দুনিয়ার চিকিৎসাসেবা নামের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ফিজিওথেরাপির বিরোধ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। চিকিৎসা যখন ব্যবসা, তখন রোগের প্রতিরোধ নিয়ে কিংবা মানুষের স্বাস্থ্যকর জীবনাভ্যাস গড়ার বিষয়ে তার মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। একজন ফিজিওথেরাপিস্টের মাথাব্যথা সেটা নিয়েই : শারীরিক পরিশ্রম বা সক্রিয়তা আর নিয়মিত ব্যায়াম করে সুস্থ থাকুন, যেন আপনাকে চিকিৎসকের কাছে যেতে না হয়।

পৃথিবীর ২৬ শতাংশ পূর্ণবয়স্ক মানুষ শারীরিক পরিশ্রম করেন না। এটা অন্তত এক ডজন রোগের কারণ। পৃথিবীজুড়ে প্রতিবছর যত লোক মারা যায়, তাদের ৬ শতাংশ মারা যায় ফিজিক্যাল ইন-অ্যাক্টিভিটি বা শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা থেকে সৃষ্ট নানা রোগব্যাধি ও শারীরিক সমস্যার কারণে। এ রকম পরিস্থিতিতে ফিজিওথেরাপির ব্যাপক প্রসার খুব জরুরি।

> যে কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত সরকার অন্তত ১০ বছর আগে নিয়েছে, উচ্চ আদালত ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশের পরও যাদি তার ভবন নির্মাণের কাজই শুরু করা না হয়, তাহলে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন জাগে : রহস্যটা কী?

কিন্তু বাংলাদেশে এই বিদ্যা এখনো বেশ অবহেলিত। ফিজিওথেরাপি পড়ানোর জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা গত আট-নয় বছরেও সফল হয়নি। রাজধানীর মহাখালীতে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিওথেরাপি প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার পাঁচ একর জমি বরাদ্দ করেছে ২০০৮ সালে। ২০১০ সালে সেখানে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু সেখানেই সব উদ্যোগ থেমে গেছে। ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা দূরের কথা, ওই জমিতে গড়ে উঠেছে প্রায় দুই হাজার অবৈধ বস্তিঘর। রাজনৈতিক প্রভাবশালী কিছু লোক ওই সব বস্তিঘর ভাড়া দিয়ে মাসে মাসে টাকা তোলে। সেখানে মাদকদ্রব্যের ব্যবসাও চলে বলে সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে।

বাংলাদেশ ফিজিক্যাল থেরাপি অ্যাসোসিয়েশন নামের একটি সংগঠনের ব্যানারে ফিজিওথেরাপিস্টরা সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে অনেকবার ধরনা দিয়েছেন। কলেজের জন্য নির্ধারিত জমি থেকে অবৈধ বস্তিঘরগুলো তুলে দেওয়ার উদ্যোগ সরকার নেয়নি। একপর্যায়ে বস্তিবাসীর পক্ষে আদালতে রিট করেন এক ব্যক্তি। কিন্তু আদালত রিটের নিষ্পত্তি করে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন : সরকারের অধিগ্রহণ করা জমিতে আবেদনকারীর থাকার আইনগত অধিকার নেই। হাইকোর্ট রিট আবেদনকারীসহ অবৈধ দখলদারদের দুই মাসের সময় দিয়ে ফিজিওথেরাপি কলেজের জন্য জমি ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। হাইকোর্ট একই রায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কলেজ ভবন নির্মাণে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন।

এটা ২০১৩ সালের জুন মাসের ঘটনা। তারপর আরও চার বছর চলে গেছে, কিন্তু হাইকোর্টের সেই নির্দেশ আজও বাস্তবায়িত হয়নি। ফিজিওথেরাপিস্টদের সংগঠনের নেতারা অবশেষে খোদ রাষ্ট্রপতির কাছে পর্যন্ত ধরনা দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে এ বছরের ২৮ মার্চ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবকে একটি চিঠি দিয়ে বলা হয়, মহাখালীতে ফিজিওথেরাপি কলেজের ভবন নির্মাণের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা হোক। কিন্তু তার পরও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

যে কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত সরকার অন্তত ১০ বছর আগে নিয়েছে, উচ্চ আদালত ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির নির্দেশের পরও যাদি তার ভবন নির্মাণের কাজই শুরু করা না হয়, তাহলে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন জাগে : রহস্যটা কী? জাতি কবে একটি ফিজিওথেরাপি কলেজ পাবে?

● **মশিউল আলম : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।**
mashiul.alam@gmail.com